৩.৩ বিশ্বরাজনীতিতে অব-উপনিবেশীকরণ ও আফ্রো-এশীয় জাগরণের প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া (Impact of De-colonization and Afro-Asian resurgence on World Politics)

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর পর্বে স্বাধীনতাপ্রাপ্ত আফ্রো-এশীয় দেশগুলি বিশ্বরাজনীতি তথা আন্তর্জাতিক সম্পর্কে একদিকে যেমন গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছিল অপরদিকে তেমনি ক্ষমতার ভারসাম্যে এক নতুন মাত্রা যুক্ত করেছিল। তাদের ভূমিকা ও অবদান নীচে সংক্ষেপে আলোচিত হল।

প্রথমত, এভাবে ঔপনিবেশিকতার অবসানে এবং আন্তর্জাতিক গোষ্ঠীসমূহের বিকাশের সূত্র ধরে বিশ্বরাজনীতির দিগন্ত সম্প্রসারিত হল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে পর্যন্ত আন্তর্জাতিক সম্পর্কের পরিধি সীমায়িত ছিল ইউরোপ এবং কিছু পরিমাণে উত্তর আমেরিকা পর্যন্ত। অব-উপনিবেশীকরণের পরবর্তীকালে নতুন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রগুলি একের পর এক আত্মপ্রকাশ করল এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকা জুড়ে। এর ফলে প্রকৃত অর্থে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের আন্তর্জাতিকীকরণ ঘটেছিল। এখন থেকে নতুন ধরনের সম্পর্ক ও আঞ্চলিক সমস্যাগুলি আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে স্থান করে নিল।

দ্বিতীয়ত, আফ্রো-এশীয় রাষ্ট্রগুলির উত্থানের সুবাদে সাম্রাজ্যবাদ ও জাতিবৈরিতা (racialism) রীতিমতো কোণঠাসা হয়ে পড়ল। যেহেতু এশিয়া ও আফ্রিকার দেশগুলির সাম্রাজ্যবাদী শাসনের ও জাতিবৈরিতার দীর্ঘদিনের তিক্ত অভিজ্ঞতা ছিল তাই স্বাধীনতার

Scanned with CamScanner

পরবর্তী পর্যায়েও তারা এই দুই ঘৃণ্য ব্যবস্থার বিরুদ্ধে তাদের আপসহীন লড়াই জারি রেখেছিল। উপনিবেশসমূহের স্বাধীনতা অর্জন বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে চলমান জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে নতুন করে অনুপ্রেরণা জুগিয়েছিল। তাদের আন্তরিক প্রয়াসহেতু রাষ্ট্রসংঘের মদতপুষ্ট হয়ে দক্ষিণ আফ্রিকা, রোডেশিয়া ও দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকা থেকে বর্ণবৈষম্যবাদ শেষপর্যন্ত পিছু হটতে বাধ্য হয়েছিল।

তৃতীয়ত, অব-উপনিবেশীকরণের প্রক্রিয়ার সাথে সাথে এবং উপরোক্ত অঞ্চলগুলি থেকে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিসমূহের অপসারণের মধ্য দিয়ে সদ্যস্বাধীন দেশগুলিতে যে আপাত শক্তিশূন্যতা (power-vacuum) সৃষ্টি হয়েছিল তা পূরণ করতে দুই সুপার পাওয়ার আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়ন অতঃপর তৎপর হয়েছিল। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে সদ্যস্বাধীন দেশগুলি অধিকাংশই ছিল অনভিজ্ঞ, আর্থিক ও রাজনৈতিকভাবে দুর্বল, অন্তর্দ্বন্দ্বে দীর্ণ এবং দারিদ্র্যপীড়িত। অনেক নতুন রাষ্ট্র, আলাদাভাবে একাধিক আফ্রিকি রাষ্ট্র কার্যত, স্বাধীনতার জন্য সেভাবে প্রস্তুত ছিল না। অনেকক্ষেত্রেই ঐসমস্ত দেশের প্রশাসন পরিচালিত ছিল স্থানীয় রাজনৈতিক এলিট গোষ্ঠীগুলির দ্বারা। স্বভাবতই ঐসমস্ত দেশগুলি ও তাদের সরকার রাজনৈতিক, সামরিক ও অর্থনৈতিক সমর্থন ও সাহায্যের প্রয়োজনে বাইরের শক্তির মুখাপেক্ষী ছিল। সেই সুযোগে ঐসমস্ত এলাকায় দুই মহাশক্তি নিজ নিজ প্রাধান্য ও প্রভাব বিস্তার করতে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নেমেছিল। এককথায় বলা যায়, 'In this way, for sometime in the post-war period, these nations became victim of bipolarization'।[১০]

চতুর্থত, এই নতুন রাষ্ট্রগুলি ক্রমে আদর্শগত প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও ঠান্ডা লড়াই-এর রণক্ষেত্র হয়ে উঠেছিল। বিশেষ করে ঠান্ডা লড়াই-এর জটিল আবহে রাষ্ট্রগুলির আন্তর্জাতিক গুরুত্ব সন্দেহাতীতভাবে বৃদ্ধি পেয়েছিল। সোভিয়েত রাশিয়া যেমন ঐসমস্ত অনুন্নত দেশে সমাজতন্ত্রের প্রসার ঘটাতে উদ্যোগী হয়েছিল, অন্যদিকে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র তেমনি সেগুলিকে তার নিয়ন্ত্রণাধীন পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত করতে চেয়েছিল। উভয়পক্ষই সদ্যস্বাধীন দেশগুলিকে আর্থিক ও সামরিক সাহায্যদানের মাধ্যমে নিজ নিজ প্রভাব বলয়ের অভ্যন্তরে নিয়ে আসতে উন্মুখ হয়েছিল।

পঞ্চমত, 'তৃতীয় বিশ্ব' নামে কথিত আফ্রো-এশীয় জগতের উত্থানের পরিণতিতে রাষ্ট্রসংঘের পরিধি ও কাজকর্মের ব্যাপ্তি বিশেষভাবে বৃদ্ধি পেয়েছিল। তৃতীয় বিশ্বের ঐসমস্ত বিকাশশীল দেশগুলি বিশ্ব থেকে উপনিবেশবাদ ও বর্ণবৈষম্যবাদ দূর করতে এবং নিজেদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমস্যার সমাধান করতে রাষ্ট্রসংঘের মঞ্চকে কাজে লাগাতে প্রয়াসী হয়েছিল। এর ফলে রাষ্ট্রসংঘের গুরুত্ব মাত্রাতিরিক্ত

Scanned with CamScanner

বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সময়ে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের মোট ১৭৯টি রাষ্ট্রের মধ্যে ১০০টি সদস্যরাষ্ট্র ছিল সদ্যস্বাধীনতাপ্রাপ্ত। গোড়ার দিকে তৃতীয় বিশ্বের সদ্যস্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশগুলি রাষ্ট্রসংঘ সম্পর্কে দ্বিধাগ্রস্ত মনোভাব দেখালেও পরবর্তীকালে এই আন্তঃরাষ্ট্রীয় সংগঠনের সঙ্গে তারা ওতপ্রোতভাবে জড়িত হয়ে পড়েছিল। ক্যালভোকোরেসি-র ভাষায়, 'The new states had hesitated at first in their attitudes towards the UN...but after a little experience they decided otherwise and India in particular became prominent in its discussions'।[১১]

ষষ্ঠত, নতুন রাষ্ট্রগুচ্ছের প্রতিষ্ঠা একদিকে যেভাবে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, দক্ষিণ এশিয়া, মধ্যপ্রাচ্য এবং লাতিন আমেরিকায় ক্ষমতার নতুন নতুন কেন্দ্রের জন্ম দিয়েছিল অন্যদিকে তেমনি সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে পারস্পরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা, বিরোধ ও দ্বন্দ্বের জন্ম দিয়েছিল। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে এর ফলে একাধিক আঞ্চলিক সংঘাতের সূচনা হয়েছিল। এরূপ গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি আঞ্চলিক সংঘর্ষ ও যুদ্ধ ছিল কোরিয়ার যুদ্ধ, ভিয়েতনামের যুদ্ধ, ভারত-পাকিস্তান সংঘর্ষ, ভারত-চীন সীমান্ত যুদ্ধ, আরব-ইজরায়েল ধারাবাহিক সংঘর্ষ, ইরাক-ইরান যুদ্ধ, উপসাগরীয় যুদ্ধ প্রভৃতি। এই যুদ্ধ ও সংঘর্ষগুলি শুধুমাত্র সারা বিশ্বেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করেনি, রাষ্ট্রসংঘকেও সদাব্যস্ত রেখেছিল। প্রায় সবকটি আঞ্চলিক সংঘর্ষেই বৃহৎ শক্তিগুলিও প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে জড়িয়ে পড়েছিল।

সপ্তমত, অবশ্য আঞ্চলিক সংঘর্ষের পাশাপাশি আঞ্চলিক সহযোগিতার এক নতুন অধ্যায়ও সূচিত হয়েছিল এই পর্বে। আঞ্চলিক নানাবিধ সমস্যার সমাধানকল্পে এবং আঞ্চলিক সহযোগিতা সুদৃঢ় করতে নতুন রাষ্ট্রগুলি ইউরোপীয় ইকনমিক কমিউনিটি বা EEC-র ধাঁচে বেশ কয়েকটি আঞ্চলিক সংগঠন গড়ে তুলেছিল। এই প্রকার আঞ্চলিক সংগঠনগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল আসিয়ান (ASEAN) বা Association of South East Asian Nations, সার্ক (SAARC), অর্থাৎ South Asia Association of Regional Cooperation, OAU বা Organisation of African Unity, আরব লিগ (Arab League) প্রভৃতি।

Scanned with CamScanner